দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 2 0 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

50

আজ ঢাকায় বইয়ের দোকানে ধর্মঘট

বোর্ডের নয়া নীতি বাতিল করুন ঃ পুস্তক প্রকাশক

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বোর্ডের বই সমিতির মাধ্যমে মুদ্রণ, প্রকাশ ও বাজারজাতকরণের ১৪ বছরের প্রচলিত রীতি

(৪-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

বোর্ডের নয়া নীতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অব্যাহত রাখার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছে। সমিতির মতে, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নতুন নীতি সৃজনশীল সাহিত্যের বিকাশের পথ রুদ্ধ এবং বিকাশমান প্রকাশনা শিল্পের ক্ষতি করবে। একইসঙ্গে বোর্ডের বইয়ের মান নষ্ট, সরবরাহ অনিয়ন্ত্রিত হবে এবং যথাসময়ে ছাত্রছাত্রীরা বই পাবে না।

সোমবার সন্ধ্যায় নিউ বেইলী রোডস্থ একটি রেস্তোরাঁয় আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতির নেতৃবৃন্দ এই দাবী জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বোর্ড বই সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক মোঃ আবু তাহের। উপস্থিত ছিলেন চিত্তরঞ্জন সাহা, শরীফউদ্দীন বিশ্বাস, মোসলেম আহমেদ সরকার, আব্দুল মোমেন ভূঁইয়া প্রমুখ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবার থেকে নিয়ম করেছে যে, টেন্ডার আহবান করে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাত করা হবে। বোর্ড ১৯৯৭ সালের জন্য ষষ্ঠ এবং নবম শ্রেণীর পুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাত করার জন্য সম্প্রতি দরপত্র আহবান করে। তবে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির কোন সদস্যই টেন্ডার জমা দেয়নি।

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি বোর্ডের এই নতুন নীতি বাতিল ও পূর্বের নীতি অব্যাহত রাখার দাবীতে আজ রাজধানী ঢাকার বইয়ের দোকানে ধর্মঘট আহবান করেছে। সমিতি বলেছে, তাদের আহ্বানে আজ রাজধানীর আড়াই হাজার বইয়ের দোকান বন্ধ থাকবে। সরকার দাবী না মানলে পরবর্তীতে সমিতি দেশব্যাপী কর্মসূচী ঘোষণা করবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় ও বাজারজাতকরণে অনভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানকে মাধ্যমিক স্তরের বই মুদ্রণ ও বাজারজাত করার দায়িত্ব প্রদানের ফলে প্রকাশনা শিল্পের সর্বনাশতো হবেই, বই সরবরাহ অনিয়ন্ত্রিত হবে এবং যথাসময়ে বই পাওয়া থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত হবে। গত শিক্ষাবর্ষে বিলম্বে বই প্রকাশের কথা উল্লেখ করে তারা বলেন, ১৯৯৬ সনে তড়িঘড়ি করে ষষ্ঠ ও নবম-দশম শ্রেণী পাঠ্যক্রম চালু করতে গিয়ে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন থেকে পজেটিভ তৈরী পর্যন্ত কোন কিছুই বোর্ড যথাসময়ে সম্পন্ন করতে পারেনি। প্রকাশকদেরকে যথাসময়ে পাণ্ডুলিপি ও পজেটিভ সরবরাহের দায়িত্ব বোর্ডের। ফলে বাজারে পাঠ্যপুস্তক সংকট দেখা দেয়। তারা জানান, শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় ১ জানুয়ারী থেকে। অথচ বোর্ড বইয়ের পজিটিভ সরবরাহ করে ফেব্রুয়ারী মাসের তারপরও রাজনৈতিক গোলযোগ, অসহযোগ, ঈদের জন্য ছাপাখানা ও বাঁধাইখানায় কর্মচারীরা না থাকায় বই প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে। এরজন্য প্রকাশকরা দায়ী নয়। তারা জানান, বোর্ড সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাণ্ডুলিপি ও পজেটিভ যথাসময়ে প্রকাশকদের সরবরাহ করেছিলেন। ফলে এ দু'শ্রেণীর বই সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এবং বোর্ড বই সংগ্রাম পরিষদ বোর্ডের কিছু কর্মকর্তার দুর্নীতির অভিযোগ করে বলেন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও বোর্ডের স্বার্থান্বেষী কিছু কর্মকর্তা সমিতির কর্তৃত্ব বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। সমিতি একটি সংঘবদ্ধ সংস্থা। কাজেই তার শক্তি ব্যক্তি বা কোন মুদ্রণ বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশী। তাই সমিতির কোন কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ থাকলে দুর্নীতির সুযোগ থাকে না। কিন্তু টেন্ডার আহবানের মাধ্যমে বরাদ্দ দেয়ার প্রথা চালু হলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ স্বার্থের সপক্ষে কাজ করবে। আর সেই সুযোগে বোর্ডের যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী দুর্নীতিপরায়ণ তারা ভাগ্য গড়ার সুযোগ পাবে। তারা আরও অভিযোগ করেন যে, বোর্ডের বেশ কিছু কর্মকর্তার নিজস্ব প্রেস আছে। তারা অনেকে বেনামে কাজ নিচ্ছে। টেন্ডার প্রথা চালু হওয়ায় তারাই লাভবান হবে বেশী।

সমিতি আরও অভিযোগ করেছে যে, টেন্ডার প্রথা চালু হওয়ায় বেশী লাভের লোভে টেন্ডারের মাধ্যমে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান প্রতিবেশী ভারত থেকে ছাপিয়ে এনে বই বাজারজাত করবে। কারণ ভারতে কাগজের মূল্য ও মুদ্রণ ব্যয় কম এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির কল্যাণে ছাপানো বই বা ফর্মা আনায় কোন বাধার সম্মুখীন হবে না। ফলে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্প মার খাবে।

এক প্রশ্নের জবাবে প্রকাশনা নেতৃবৃন্দ বলেন, বোর্ড ১৯৯৭ সালের মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের সংখ্যা নির্ধারণ করেছে ৪ কোটি ৫ লক্ষ। কিন্তু বর্তমানে চাহিদা রয়েছে ৬ কোটি বইয়ের। প্রয়োজনের তুলনায় কম বই ছাপা হবে। আরেক প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন, ১৯৯৬ সালের চেয়ে ১৯৯৭ সালে পাঠ্যপুস্তক সংকট কয়েকগুণ বাড়বে।